International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-V, Issue-I, July 2018, Page No. 01-09
DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i1.2018.1-9
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

নকশালবাড়ির পঞ্চশহিদ কবি

ড. বিভূতিভূষণ বিশ্বাস
অধ্যাপক, ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

Abstract

As the Naxal movement was stirring in the politics of India, it was the result of the stirring movements of literature - in the world of culture. Naxal movement is not just a movement; this movement has put an end to human consciousness. That is why this movement has been organized in many episodes, short stories, dramas, poems and songs. It is good to say that all the literature in Bengali is superior to the quality of literature produced in the Indian languages. Because there is nothing more than Naxalbari's Bengali mother's child.

On 25th May, 1967, a clash took place in Naxalbari And on that day Dilip Bagchi wrote a poem in Rajbangshi, along with the message of Naxalbari, along with the background of the movement and the promise of movement. That is to say, from the beginning of the movement of Naxalbari movement, take place in the world of literature. Then many poems were born centered on the movement. Naxal movement has emerged in Bengali poetry, in which poems are Saroj Dutta, Virendra Chattopadhyay, Sarojalal Bandyopadhyay, Shankh Ghosh, Sagar Chakraborty, Shrijan Sen, Partha Bandyopadhyaya, Sabyasachi Dev and many others are unknown names.

The five youths who were involved in this movement were killed in captivity in prison. They are poet Dronacharya Ghosh, Timirbaran Singh, Amiya Chattapadhaya, Murari Mukhapadhaya and Ashtosh Mazumdar. Murari Mukhapadhaya was shot dead on July 25, 1971 in Hazaribagh Central Jail. And on 26th November 1971, Amiya Chattopadhyay, Timir Bara Singha, Dronacharya Ghosh, Amiya Chattopadhyay and Ashu Mazumdar were killed in Alipur Central jail.

কবিতা আজন্মের প্রেয়সী। কবিতা না বলার থেকে অধিক কিছু বলে। এ যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়, তেমনি বিষাদে ভেঙে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ যেমন কাঁদায়-হাসায়, মন খারাপের মাঝে কবিতা সাথী হয়ে দাঁড়ায়। রক্ত-মাংসের মানুষের মত কবিতার শরীরে আছে রক্ত-মাংস-মজ্জা-শিরা-উপশিরা-মন-মানসিকতা। সকলের হৃদ-মন্দির কবিতা। কবিতা মনের শিকল ছিঁড়তে চেষ্টা করে সদা-সর্বদা। মনের শিকল ছিঁড়তে না পারলে কবিতা ঘা লাগায় আঁতে লঘু-লম্ফে। আঁতের কথা বের করে আঁতের সাথী হয়ে বাঁচতে চায়। বাঁচেও। আবার বাঁচতে যখন পারে না, তখন একা একা শব্দের ডালির ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে চুয়িয়ে পড়ে কান্না-বারি। সেই কান্না বারি শুধু কবিতার একার নয় আমার আপনার সকলের তথা সমাজের। সমাজের না বলা কথা কবির কলমের ডগায় ভর করে

শব্দ-বাক্যের সেতু সেজে সকলের সামনে প্রস্ফুটিত হয়। সমাজের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ঘটনা সমাজের সামনে বের করে আনেন কবিরা। বাস্তবতায় ভরপুর কবিতা সমকালে কারুর কাছে প্রশংসিত আর কারুর কাছে নিন্দার বাণ ডেকে আনে।

শতবছরের বঞ্চনার ক্ষোভে আগুন জ্বলেছিল নকশালবাড়িতে। ১৯৬৭ সালের ২৩শে মে কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে ঘটল মহান নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান। চীনা পার্টি এ ঘটনাকে '*ভারতের বুকে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ*' বলে ঘোষণা করলেন। নকশালবাড়ির ধারায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠল একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ।- গোপিবল্লভপুর, শ্রীকাকুলাম, বীরভুম, লখিমপুর, খেরি। নকশালবাড়ির সংগ্রাম কি একটা নৈরাজ্যবাদী সংগ্রাম? এর উত্তর পাওয়া যায় বিপ্লবী কবির গরাদের দেওয়ালে লেখা কবিতায়—

"ভাঙছি বলেই সাহস রাখি গড়ার
ভাঙছি বলেই সাজিয়ে নিতে পারি
স্বপ্নের পর স্বপ্ন সাজিয়ে তাই
আমরা এখন স্বপ্নের কারবারি।"

নকশাল আন্দোলন ভারতের রাজনীতিতে যেমন আলোড়ন তুলেছিল তেমনই আলোড়নের ফল্গুধারা বইতে চলল সাহিত্য- সংস্কৃতির জগতেও। নকশাল আন্দোলন শুধু আন্দোলন নয়, এ আন্দোলন মানুষের চৈতন্যের অন্তঃমূলে ঘা দিয়েছে। তাই তো এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অজস্র কালজয়ী উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, গান রচিত হয়েছে। এর সঙ্গে বলে রাখা ভাল যে ভারতীয় নানা ভাষায় এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যত সাহিত্যের জন্ম হয়েছে সব চেয়ে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যই গুণমানের বিচারে উৎকৃষ্ট। কারণ আর কিছুই না নকশালবাড়ি তো বাংলা মায়ের সন্তান। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' কালজয়ী সাহিত্য। এ উপন্যাস ভারতীয় নানা ভাষায় অনূদিত যেমন হচ্ছে তেমনি বিদেশী ভাষায়ও অনূদিত হয়ে চলেছে।

১৯৬৭ সালের ২৫শে মে নকশালবাড়িতে ঘটল সংঘর্ষ। আর সে দিনই দিলীপ বাগচি রাজবংশী ভাষায় কবিতা লিখে নকশালবাড়ির আগমনী বার্তার পাশাপাশি এ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং আন্দোলনের প্রতিজ্ঞা কী তা জানিয়ে দিলেন—

"ও নকশাল নকশাল নকশালবাড়ির মা
ও মা তোর বুগত্ অকেতা ঝরে
তোর খুনত্ আঙ্গা নিশান লঘ্যা
বাংলার চাষী জয়ধ্বনি করে।।
... ও মা তোর বুগত্ অকেতা ঝরে
সেই অকেতা হইতে জন্ম নিবে
জঙ্গাল সাঁওতাল বাংলার ঘরে ঘরে..."

অর্থাৎ নকশালবাড়ির আন্দোলনের শুরুর দিন থেকেই সাহিত্যের জগতে জায়গা করে নিল। এরপর অজস্র কবিতা জন্ম নিয়েছে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। বাংলা কবিতায় নকশাল আন্দোলন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যাঁদের কবিতায় তাঁরা হলেন- সরোজ দত্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, কমলেশ সেন, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সমীর রায়, অঞ্জন কর, সাগর চক্রবর্তী, সৃজন সেন, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী দেব, রঞ্জিত গুপ্ত, কৌশিক ব্যানার্জী, বিপুল চক্রবর্তী আরও অনেক নাম না জানা অজস্র কবি। হিন্দি কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- উগরাসেন সিং, হরিহর দিভেদী, ধুমল, গোরাখ পাণ্ডে প্রমুখ। তেলেগু কবিদের মধ্যে আছেন সুব্বারাও পাণিগ্রাহীও। মালয়লাম ভাষার কবি সচ্চিদানন্দন, শঙ্কর পিল্লা, অট্টর রবি ভার্মা রচনা করেন নকশালবাদী

কবিতা। এ আন্দোলনে যুক্ত বাংলা কিংবা বিহারের হত দরিদ্র কৃষকরাও ছোট ছোট কবিতা রচনা করেছিলেন। বিহারের এক নীচু বর্ণের কৃষক ভিখারি রাম হিন্দি ভাষায় রচনা করেছিলেন এমন এক কবিতা যা পাঠ করলে শিউরে উঠতে হয় আজও।

"দিনগুলো বন্ধ্যা,
খাওয়ার জন্য একটু ছাতু নেই ঘরে,
মাথার ওপর নেই কুঁড়েঘরের আশ্রয়ও।
আমাদের পায়ে জুতো নেই,
দিনগুলো বন্ধ্যা।"

এই আন্দোলনে যুক্ত পাঁচজন তরুণ কবিকে খুন করেছিলেন জেলখানায় বন্দি অবস্থায়। তাঁরা হলেন কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ, তিমিরবরণ সিংহ, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, মুরারি মুখোপাধ্যায় ও আশু মজুমদার। ১৯৭১ সালের ২৫ শে জুলাই হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে মুরারি মুখোপাধ্যায়কে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। আর ২৬শে নভেম্বর ১৯৭১ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে খুন হন অমিয় চট্টোপাধ্যায়, তিমিরবরণ সিংহ, দ্রোণাচার্য ঘোষ, অমিয় চট্টোপাধ্যায় এবং আশু মজুমদার।

মুরারি মুখোপাধ্যায়ঃ (জন্ম-১৯৪৫, ২৫ মে, মৃত্যু- ১৯৭১ সালের ২৫ শে জুলাই)

সুকান্তের মত কৃষকদের সরাসরি বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়ে মুরারি মুখোপাধ্যায় লিখলেন—

"হে কৃষক বিদ্রোহ কর
ঘোরতর বিদ্রোহ
তা'না হলে ঘুচিবে না
তোমাদের এই দুর্গ্রহ।"

কবি সরোজ দত্তের উত্তর সাধক মুরারি মুখোপাধ্যায়। তিনি ভেবেছিলেন—

"ভালোবেসে চাঁদ হয়ো নাকো-
পারো যদি সূর্য হয়ে এসো,
আমি সেই উত্তাপ বুকে নিয়ে
আঁধার অরণ্য জ্বেলে দেবো।"

কবি হতাশায় ক্লান্ত প্রাণে বলে ওঠেন—

"আমাদের সমাজ দেহ
গলে গেছে, পচে গেছে
ক্ষতে ভরা কুকুরের মতো।"

কবি কখনো চাঁদের হাসিকে সহ্য করতে পারছেন না। তিনি মনে করেন এই সমাজে চাঁদের হাসি বেমানান। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের "পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'র কবি মুরারি পূর্ণিমার চাঁদের কাছে কবির অনুরোধ অমন উজ্জ্বলতা না দিয়ে বরং একটু অন্ধকার দিলে বস্তিবাসীরা ঠুকরে ঠুকরে নিরালায় কাঁদতে পারবে। হতাশায় ক্লান্ত কবি বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামে সামিল হন। কবি নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল হয়ে সরোজ দত্তের মত বলে উঠলেন—

"হয়তো সফল হবো
কিংবা হবো না
নিঃসাড়ে পড়ে থাকবো
অন্ধকারে, রক্তঝরা মুখে,"

যে চাঁদকে কবির একসময় অসহ্য মনে হয়েছে আবার সেই চাঁদের মোহময়ী আকর্ষণ কবিকে রোম্যান্টিক করে তুলেছে—

"তবু কেন হায়
ঐ তারা, ঐ নীলাকাশ
চাঁদের ও মধুরিমা
অসীমের কোন এক মায়ায়
আমার এ ক্ষুদ্র মনে
ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়ে যায়। "

কবি মুরারি মুখোপাধ্যায় মেহনতি মানুষের কবি। সমাজের পিছিয়ে পরা মানুষের জন্য তিনি জেলে বন্দি দশায় প্রাণ দিলেন। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তাঁকে গুলি করে খুন করেছে। একমাত্র মুরারির বাঁশি মত তিনি বলে চললেন কলকাতা তিলোত্তমা কলকাতা নয়, এ কলকাতা শ্রমিকের কলকাতা। আজও যেন সেই বংশীধ্বনি কানে বাজে—

"কলকাতা শ্রমিকের কলকাতা জানে নাকো ক্ষমা
প্রতিজ্ঞা আগুন হয়ে গেল,
প্রতিশোধ স্পিন্টার ছড়ানো,
চতুর্দিকে লাল হ'ল বিজয়ের রক্তাক্ত নিশানে
কলকাতা কাঁদে নাকো, কলকাতা বদলা নিতে জানে।"

ছড়াধর্মী রচনায় কবি ছিলে সিদ্ধহস্ত। মনে পড়ে—

"শান্তি শান্তি ওঁ শান্তি
অপার শান্তি ভাই
বসিরহাটে রক্ত ঝরে
মন্ত্রী তোলে হাই।"

আবার জেলখানায় বন্দি কবির অনুভবের দলিল—

"বন্দি আমি নেই তাতে দুখ
হাজার মানুষ আমরা
ছুরির ডগায় কাটতে হবেই
অত্যাচারীর চামড়া।"

অমিয় চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবী। কবি অমিয় চট্টোপাধ্যায় কথা দিলে কথা রাখেন। তিনি কবিতার মাধ্যমে যা বলেছিলেন বাস্তবে তাই-ই হয়েছে—

"অথচ সময় হবার আগে
এলবার আমি সাগরের বুকে
গাঙচিল হয়ে বর্ষণ করে যাব
অজস্র ধারায় রক্তিম গোলাপের স্তবক।"

মানুষের কবি অমিয় চট্টোপাধ্যায়। অপরিণত সময়েই লাল গোলাপ বর্ষণ করে এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছিলেন। মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসাই কবির পথ। শ্রেণীশত্রুর প্রতি ছিল কবির অগ্নিসম ক্রোধ ও ঘৃণার বাণ বহুবার বহুভাবে উচ্চারিত হয়েছে। মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসার নিদর্শন মেলে—

"তুমি মানুষ
সেই হবে তোমার সুন্দরতর বিস্ফোরণ"

উত্তরের নকশাল বাড়ির আগুন যখন জ্বলে উঠল তখন তিনি বলেছেন এ আগুনকে জোরপূর্বক তুষ দিয়ে অনেক গুলি বসন্তকে ঢেকে রাখা হয়েছিল—

"সমস্ত ফুলগুলো ফুটে উঠলো
সমস্ত আগুনগুলো জ্বলে উঠল
মানুষ মুখর হল অন্ধকারের গ্রন্থি খুলে-
ফুল আর আগুন জ্বালালো উত্তরে
বেদনা আর ভালবাসা
ক্রোধ আর ঘৃণা নিয়ে
সূর্য তার সাক্ষী হয়ে আকাশে মুক্তি জানিয়েছিল।"

নকাশাল বাড়ির আন্দোলন একদিনে আসেনি। মানুষের বহুদিনের বহুকালের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল সেদিন। পাহাড়-সমান শোষণের বিরুদ্ধে সকলে মিলে একজোট হয়ে নেমে পড়ল নকশালবাড়ি। এই প্রতিবাদী মানুষেরা নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখে—

"জমির ক্ষুধা গর্জে ওঠে বন্দুকের মুখে
হ্যাঁ মানব মানবী তোমরা দেখ
যারা জন্মালো শ্রমিকের চাষির বাচ্চা হয়ে
তারা স্ফুলিঙ্গের আগে সঙ্গীনের খোঁচায়
নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে।"

নকশালবাড়ির আন্দোলন শুধুমাত্র নকশালবাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এখানকার মানুষ-জনই সারা দেশের তথা সারা পৃথিবীর প্রতিবাদী মানুষের আদল। কবি মনে করেন নকশালবাড়ির লড়াই আ-সমুদ্র হিমাচল বাসীকে জাগিয়ে তুলেছে। এ লড়াই পিছিয়ে পড়া শোষিত-নিপীড়িত অপাংক্তেয় মানুষের মুক্তির লড়াই।

"আমরা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম
মানুষের পায়ের শুভ সঙ্কেত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।
এ পৃথিবী দিগন্তে হাজারো কণ্ঠ হিমালয় থেকে
সুন্দরবনে আছড়ায় মুক্তির নামে।"

অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবির সহযোদ্ধা কমলেশ জানিয়েছেন—

> *"অমি-র দুচোখে ছিল স্বপ্ন। বুকের মধ্যে ছিল মানুষের জন্যে অগাধ ভালোবাসা। মানুষের প্রতি এই গভীর ভালোবাসা নিয়েই অমিয় পথ হেঁটেছে। শ্রেণিশত্রুর প্রতি ছিল ওর কশমাহীন ঘৃণা। এই ঘৃণার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে সতেজ করে নিয়েছে। বৈপ্লবিক রোম্যান্টিকতার উষ্ণ ডানা মেলে সে নীল আকাশে উড়েছে।"*

তিমিরবরণ সিংহকে গহীন তিমিরে নিক্ষেপ করেছিলেন রাস্ট্রীয় সন্ত্রাস। ১৯৭১-র ২৪শে ফেব্রুয়ারী। তাঁকে পিটিয়ে পিটিয়ে জেলে বন্দি অবস্থায় খুন করা হয়েছিল। তিমিরের কাব্যানুভূতি অসাধারণ। এ কবি কী করে দেশদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী? উত্তর খুঁজে পাইনা। আর দশটা মানুষের মত তিমিরবরণ সিংহ মানুষের দুঃখে কাঁদে, মানুষের সুখকে নিজের বলে ভাবে। কবি যেন বাউলের মত ক্ষ্যাপা হয়ে নিজের মনের সাথে নিজেই কথা বলে চলেন—

"এক একটা রাতে আমি
হু হু বর্ষার মতো কেঁদেছি
অন্ধ কুঠরীতে আগুন ঢেলেছি
ক্ষ্যাপা সেজেছি -----
উদাসী হেঁটেছি
ফসল কাঁটা মাঠে,
অন্ধকার নেমে"

আবার যখন বলেন—

"আমি সকালবেলায় নগ্ন পায়ে
ঘাস মাড়িয়ে যেতে ভালোবাসি
আমি রোদ্রু মাখতে ভালোবাসি
আমার জংলী ফুল ভালো লাগে"

এই হল তিমিরবরণ সিংহ। মানুষকে ভালোবেসে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। কবির নিজের জীবনটাই কবিতা হয়ে কথা বলে চলে।

"ঘরে তোর মুমূর্ষু বোন
পাগলামী তুই ছাড়
বল তো,
শহিদ হওয়া কি আমাদের পোষায়?"

আশুতোষ মজুমদার সম্পর্কে ফটিক চাঁদ ঘোষ তাঁর 'নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কবিতা'য় বলেছেন- "নিজেদের কবি বলে বুঝে নেবার আগেই যাদের কাব্যজীবন শেষ হয়ে গেছে আশু মজুমদারও তাঁদেরই একজন। কাব্য সরস্বতীর নিরপেক্ষ সাধনার জন্য তো তাঁরা কলম ধরেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন- বিপ্লব বাসনার ব্যথা বেদনাগুলোকে শুধু ব্যক্ত করতে। আশু মজুমদারের কবিতায় তবু আবেঘীন নিরাসক্ত এক সত্তার পরিচয় আছে যা জীবনকে দেখেছে খানিকটা দূরত্বে। ফলে সামাজিক ক্লেদ ব্যভিচারগুলো তাঁর কলমে নির্মমভাবে উন্মোচিত হয়েছে।" কবি আশুতোষ মজুমদার নগ্ন বাস্তবতার পথে হেঁটে চলেন বলেই তিনি সোজাসাপ্টা ভাষায় বলতে পারেন—

"শতাব্দীর পর শতাব্দী তলিয়ে
আমি দেখেছি বিংশ শতাব্দীর একসরে।
দেখেছি তার হাড় জড়ানো কাঠামোতে ঘুন ধরেছে।"

দ্রোণাচার্য ঘোষঃ (জন্ম-১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর, মৃত্যু- ১৯৭১ সালের ০৭-ই ফেব্রুয়ারী) নকশাল আন্দোলনে শহিদ কবিদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ। দারিদ্রতাকে সঙ্গে নিয়ে একদিকে তিনি যেমন

নকাশাল পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন তেমনি একজন উঁচুদরের কবিও। শাসকের লেলিহান দৃষ্টিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি কখন। তিনি তাঁর নিজের মুখেই বলেছেন- "কবিতা এবং রাজনীতি দুইই আমার কাছে সমান প্রিয়। তবে কবিতা কিছু পরিমানে বেশী। অবশ্য দুটোই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কেউ কাউকে বাদ দিয়ে নয়, তবু শেষ অবধি আমি কবিই। (কমিউনিস্ট কবিই)- অন্য কিছু নই।"

কবি দ্রোণাচার্য ঘোষের কাছে মৃত্যু ছিল ভালোবাসার দ্বিতীয় নাম। শাসক তার ক্ষমতার গর্বে যে ইমারত গড়ে তোলে আসলে তা 'শোষিতের হাড় দিয়ে, রক্ত মজ্জা দিয়ে' গড়া। নকশালবাড়ি-ই কবিকে তাঁর কবিতার পথ খুঁজে দিয়েছে। নকশালবাড়ির কবির পথের দিশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এপথে নেমে কবি জীবনের দিশাকে যেন খুঁজে পেলেন। কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ ছিলেন জীবনানন্দের চরম ভক্ত। কিন্তু তিনি নকশালপন্থী হওয়ার পর তাঁর কবিতার রূপ গেল পাল্টে। এখন তাঁর কবিতা নেমে এল মাঠে-ঘাটে। পার্টির স্লোগানও তাঁর হাতে কবিতা হয়ে উঠল—

"কৃষক আজকে প্রস্তুত হও শ্রমিকের নেতৃত্বে
কৃষি বিপ্লব রাজনীতি নাও বজ্র কঠিন চিত্তে;
ছিঁড়ে ফেলো ঐ ভোট ভোট রব
অস্ত্র ছেনাও শাসকের।"

কবির ছোট বেলাকার ভালোবাসার স্মৃতি আজ মানবপ্রেমে মিলেমিশে একাকার—

"এবার শোষণহীন অম্লান উজ্জ্বল,
সমাজ গড়তে লড়ি দুর্বার দুর্মম
ভালোবাসা এসছিল প্রথম বয়সে
এখন সে ভালোবাসা সবার জন্যই বিপ্লবের
দিকে ছোটে..... "

এই ভালোবাসাকে আবার কবি পরবর্তীকালে বিপ্লবের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন—

"ভালোবাসা আর বিপ্লব, বিপ্লব আর ভালোবাসা-
কেউ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়।
বিপ্লবের জন্যই ভালোবাসা
আর
ভালোবাসার জন্যই বিপ্লব।"

কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ মৃত্যুকে অপরের মঙ্গলে বুক পেতে নিতে প্রস্তুত। তাই তো বলেন—

"মৃত্যুকে আমার ভয় পাই না
কারণ শোষণ উচ্ছেদ করার কাজে যে মৃত্যু
সে মৃত্যু মহান-
শাণিত অস্ত্রে মাখামাখি হোক শত্রুর বুকের রক্ত
কিংবা শত্রুর হাতে আমাদের রক্ত-
আমরা ভয় পাই না
কেননা জয় আমাদের হবেই"

কবিতাকে হাতিয়ার করে কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ গণ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। তাঁর ভাবনায় পাই—

"জনযুদ্ধ গ্রামে গ্রামে নতুন জীবন দেয়- সে যেন আমার
অলোকসামান্যরূপে প্রথম আলোক,
দীর্ণ ইচ্ছা কেটে গিয়ে অবিভক্ত সাগরের স্রোতে
নতুন সমাজ গড়ে রক্তিম সকালে
ছিঁড়ে ফেলে দারিদ্রের ঘুম "

শোষণহীন ভারত মাতা স্বাধীনতার স্বাদ পাবে একদিন, সেদিন আর বেশীদূরে নয় বলে কবি বিশ্বাস করেন। সংগ্রামী কবি সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে বলে ওঠেন—

"রাশি রাশি ভাত আমাদের চিরকাল
রাশি রাশি সুখ আমাদের চিরকাল
শোষণহীন স্বাধীন স্বদেশ
খুলে দেবে তার ভাঁড়ার"

কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ মেহনতি মানুষের সংগ্রামের মধ্যে নিজের মুক্তি খুঁজে পেয়ে বলেন—

"আমার মুক্তির ডাক আকাশে বাতাসে
শ্রমিকের কৃষকের মাঝে শুধু ভাসে,
আমার স্বপ্নের রঙ লাল-
বয়সের শব্দে শুধু শোষণ ছেঁড়ার দিনকাল।"

শহিদেরা মরে যায় না বলে শহিদদের শহিদ বলা হয়। কারণ এঁরা মানুষের মাঝে বেঁচে রয় চিরকাল। এই শহিদের স্বপ্নগুলো পরবর্তীকালের প্রজন্মের পর প্রজন্ম বয়ে নিয়ে চলে। আর যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁরা আকাশের নক্ষত্র সেজে মিটিমিটি জ্বলে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে কানেকানে বার্তা দিয়ে চলে। শত শত শহিদের রক্তের মত নকাশালবাড়ির আন্দোলনের শহিদেরা আ-সমুদ্র হিমাচল বাসীর কাছে আজও জীবিত। শোষণহীন সমাজ গড়ার কারিগর দ্রোণাচার্য ঘোষ, তিমিরবরণ সিংহ, অমিয় চট্টোপাধ্যায় এবং আশু মজুমদার, মুরারি মুখোপাধ্যায় আজ আর নেই, কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন আজও জীবিত। দ্রোণাচার্য ঘোষের বস্তুত এখন প্রয়োজন কবিতার পংক্তি দিয়ে এ প্রবন্ধের ইতি টানলেও এ ইতি নয়—

"আমাদের জন্মে শুধু অবিরাম শোষণের গ্লানিঃ
এখন সময় নেই চপল ছায়ায় বসে গল্পের আসর
এখন সময় নেই পান করি অসহায় চরিত্রের মদ;
তীক্ষ্ণ বুলেটের মুখে বস্তুত এখন প্রয়োজন
শ্রেণিশত্রু নিধনের কঠিন কঠোর এক দৃঢ় সংগঠন।"

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১.https://mongoldhoni.wordpress.com/2015/05/26/naxalbari-movement-and-bangla-poetry/
২. রায়, সুপ্রকাশঃ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, বুক ওয়ার্ল্ড, ১৯৯৬।
৩. চট্টোপাধ্যায়, কুনালঃ তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলির্শার, ১৯৯৭।
৪. হক, আজিজুলঃ নকশালবাড়িঃ তিরিশ বছর আগে এবং পরে, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯।
৫. আচার্য, নিলঃ সত্তর দশক (দুই খণ্ড),- সম্পাদনা অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

৬. ঘোষ, নির্মলঃ নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।
৭. ঘোষ, ফটিক চাঁদঃ নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কবিতা, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ২০১৬।
৮. মজুমদার, চারুঃ রচনা সংকলন, লাল লণ্ঠন প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮।
৯. ঘোষ, শঙ্খঃ কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, কলকাতা।
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজলালঃ কবিতা সংগ্রহ-১, নান্দীমুখ, ১৯৯৮।
১১. সেন, সৃজনঃ স্মৃতি বিস্মৃতির কবিতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৪।
১২. মুখোপাধ্যায়, মুরারিঃ রচনা সমগ্র, শহীদ মুরারি মুখোপাধ্যায় স্মৃতি রক্ষা কমিটি, আড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর, ১৯৯৬।
১৩. জর্লাক - শ্রাবণ ১৪০২, পৌষ ১৪০২, সম্পাদক- স্বপন দাসাধিকারী।
১৪. সেন, সৃজনঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু, অনুষ্টুপ, ১৯৯৩।
১৫. সেন, সৃজনঃ হুলিমেরিক, বিবর্তন প্রকাশনী, ২০০২।